R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা চৈত্র ১৪২০
১৯শে মার্চ, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর শহরে চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে যাচ্ছে দিনের দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহর এলাকায় স্বল্প পরিসরের একমাত্র রাস্তায় প্রতিনিয়ত বাধা পাচ্ছেন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়া আশপাশ গ্রামের সাধারণ মানুষ। সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত মহাবীরতলা মোড় থেকে সাহেববাজার 'কিছুক্ষণ লজ' পর্যন্ত যানবাহন ও মানুষের জটলা লেগেই আছে। এই রাস্তায় বিডিও অফিস, তিনটি ব্যঙ্ক, বয়েজ হাইস্কুল, গার্লস হাইস্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীর ভিড়। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য দোকান। ঐ অবস্থায় চলছে অটো, ব্যাটারী অটো, রিক্সা, ভ্যান, লাদেন, ট্রেকার এবং ঘোড়াগাড়ী। আর আছে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেলের ভিড়। ঠিক ঐ সময় রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে পুরসভার জঞ্জাল পরিষ্কারের গাড়ী। দু' তিনটি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও ঐ সময় বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। সেকন্দরা মিঠিপুর অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ নিয়মিত চলাচল করে ঐ রাস্তায়। যার ফলে ঐ সময়টা

(শেষ পাতায়)

ভাগীরথী ব্রীজের দখলদারীদের উচ্ছেদে প্রশাসনের আর কোন উদ্যোগ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা:রঘুনাথগঞ্জ পারে ভাগীরথী ব্রীজের নিচের জবরদখলকারীদের উচ্ছেদে প্রশাসনের তরফে এখন আর কোন উদ্যোগ নেই। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের নির্দেশে স্বেচ্ছায় উঠে যেতে ঐ সব ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এলাকায় মাইকিং করা হয়। পি.ডবলু.ডি রোডস থেকে এ ব্যাপারে এস.ডি.ওকে চিঠি দেয়া হয়। পরবর্তীতে তার সঙ্গে দেখা করলে এস.ডি.ও মাইকিং এর পর দু'সপ্তাহ সময় দেবার জন্য বলেন। কিন্তু দু'সপ্তাহ চলে গেলেও

(শেষ পাতায়)

পি.এফ.এর টাকা পেতে হয়রান হচ্ছেন বিড়ি শ্রমিক পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের হুদরাপুর গ্রামের জিয়াবুল সেখ অভিযোগ করেন-তাঁর মা মৃতা নুরবানু বিবি মঙ্গলজনের পতাকা বিড়ি প্রাঃ লিমিটেডের একজন শ্রমিক ছিলেন। গত ২৫.৬.২০১০ নুরবানু মারা যাওয়ার পর তাঁর ওয়ারিশরা পি.এফ দপ্তরে জমা ৫২,৭৫৯ টাকা

(শেষ পাতায়)

বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ অস্বস্তি কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা:রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তর কোন রকম ঘোষণা ছাড়া একাধিক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরিষেবা অচল করে রাখছে। কি কারণে দীর্ঘ সময় এই বিদ্যুৎ বিপর্যয় জানার জন্য স্থানীয় দপ্তরে ফোন করলে কোন উত্তর মেলে না। অথচ বিদ্যুৎ বিলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে সব সময়ের জন্য পরিষেবার। খবর, চওড়া রাস্তায় নতুন পোলে তার টাঙানোর জন্য নাকি এই দুর্ভোগ। পাশাপাশি এও জানা

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে কর্মী সভায় বিমান বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা:রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে এক কর্মী সভায় ৯ মার্চ উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও সি পি আই এম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বামফ্রন্টের ওপর বীতশ্রদ্ধ মানুষদের কাছে টানার জন্য কর্মীদের সব রকমের চেষ্টা চালানোর কথা বলেন। জোনাল কমিটি, লোকাল কমিটি ও ব্রাঞ্চ সদস্যদের ভিড়ে হলে জায়গা ছিল না।

মহিলা পুলিশের ছবি তুলে যুবকের নাকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : দোলের দ্বিতীয় দিন ১৭ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়ে ডিউটিরতা এক মহিলা পুলিশের ছবি তোলা নিয়ে হালকা অশান্তি হয়। অন্য পুলিশরা যুবকটির কাছ থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে চড় থাপ্পর দেয়। শেষে ক্ষমা চেয়ে, ছবি মুছে ফেলে মোবাইল ফেরৎ পায় যুবকটি বলে খবর।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৪২০

॥ সাপ্তাহিক সাহিত্য ॥

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ১৩৩৭ সালে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় 'সাপ্তাহিক সাহিত্য' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল আগের লেখার সঙ্গে বর্তমানে ব্যাপক সামঞ্জস্য আছে। লেখাটির অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল।]

বর্তমান সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা। এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানা প্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা—তাহা না বলিলেও চলে। সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কানা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেক কাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী, জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারাগাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু,মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট, ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতী ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য রিরংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে রিরংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (LOVE)—গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্ট হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে ; তাহার গমনকালে কোন্ কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটি প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি এতদূর হইবে ভবিয়াছিলেন ? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ—তবে কাহাদের জন্য ঐ গুলি অঙ্কিত হয় ? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্বাম সৃষ্ট করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইবার প্রয়োজন কি ?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর একদোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সাহিত্যের ভাষা বুকের ব্যথার মত। পুর-লক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে ? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে—খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইয়তে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ "মলয়জ শীতল" এ কথাটি চল্‌তি কথায় কিরূপ হইবে ? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশচয়।' কিংবা অন্য কিছু ; 'হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চল্‌তি কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা ? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চল্‌তি কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কেন ?

সাহিত্যিকের মুখপত্রগুলির দাম একটু কমাইলে এবং স্বাথ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য।

সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে।

মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক রেশি স্থায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। নিজের সাহিত্য, নিজের ভাষা, যাহা না হইলে মনের কথা বলিতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারি না, ব্যথা পাইলে কাঁদিতে পারি না, তাহাকে ভাল করিয়া সাজাইতে কাহার না সাধ হয় ? কে ভাল করিয়া হাসিতে চাহে না ? জগতে কে শোকাতুর—ভাল করিয়া কাঁদিতে চাহে না ?

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করুক। বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষপুটেই নিজেকে বসাইয়া বাঙ্গলীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিতে থাকুক।

সাধারণ নির্বাচন ও সাধারণ মানুষ

অনুপ ঘোষাল

সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কতটুকু ? ভোট নামক উৎসব বড় বড় মানুষদের ব্যাপার। নির্বাচন কমিশন বড় বড় ফতোয়া জারি করেন, বড় বড় মানুষেরা ভোটে দাঁড়ান, বড় বড় খরচ হয়, সেই খরচের হিসাবে বড় বড় জোচ্চুরি, দলগুলি কোম্পানির কাছে বড় বড় চাঁদা চান। এবং সদাশয় ব্যবসায়ীগণ মুক্তহস্তে ভোটের খরচ জুগিয়ে বেপরোয়াভাবে দু'তিন গুণ করে বড় বড় লাভ ঘরে তুলতে থাকেন। ভোট মানেই বড় বড় ব্যাপার। এবং এত সব বড় ব্যাপারের পর এবার কী হবে ? পর্বতের মূষিক প্রসব। কেন্দ্রে দোদুল্যমান সরকার। খেয়োখেয়ি আয়ারাম-গয়ারাম, এবং গরু ছাগলের মত সাংসদ কেনাবেচার হাট, পরিণাম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মোকা বুঝে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। যদিও গালভরা নাম সাধারণ নির্বাচন, বড় বড় বাবুদের। এই ভোট ভোট খেলায় সাধারণ মানুষের কী যায় আসে!

একেবারে যে কিছু যায় আসে না, তাও নয়। অসুস্থ মাষ্টারমশাইকে চড়া রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভোটের মাল নিতে হয়, ট্রাকের পিছনে ধুলো খেতে খেতে কাহিল হয়ে পৌঁছে দশ-বিশ ঘন্টা ভোট করতে হয়। যাব না বললে নাকি কোমরে দড়ি। গণতন্ত্রের হদ্দমুদ্দ! কানের পোকা বের করা মাইক, শ্লোগানের অত্যাচার। প্রত্যেক প্রার্থী একবার যখন কড়া নাড়েন, ঠোঁটে অমায়িক হাসি লটকে আত্ম প্রবঞ্চনা। ভোটের কাজিয়ায় প্রার্থীদের নয়, রক্ত ঝরে সাধারণ মানুষেরই। যাতায়াতে গাড়িঘোড়া পাওয়া দায়, সব 'ইলেকশান আর্জেন্ট' লেবেল সেঁটে সেক্টর অফিসে লাইন লাগিয়ে রেখেছে। এবং সবচেয়ে যে ব্যাপারটায় বেশী যায় আসে, সেটা হল বাজারে গিয়ে জিনিস ছোঁয়ার ছ্যাঁকা। আলু এক লাফে বার টাকা, অন্য বছর এই সময় পাঁচ ৮াকার বেশী কখনও দেখিনি। বিভিন্ন ডাল হঠাৎ দ্বিগুণ। লম্ফ সহযোগে জিনিসপত্রের দামে এই আগুন

(শেষ পাতায়)

অটো-রাজ

শীলভদ্র সান্যাল

কোথায় যাবেন দাদা ? বালিগঞ্জ ? গড়িয়া ?
স্টপেজেতে বাস নেই ? তাই বুঝি মরিয়া ?
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে শেকড় গজাচ্ছে ?
কারও মাথা-ব্যথা হ'লে, কার-চুলকাচ্ছে ?
বলব কি দাদ-ভাই! ধরে গেছে ঘেন্না!
কোনও রুটে ঠিক-ঠাক বাসটি পাবেন না!
আজকাল দুনিয়ার এই হোল হালতো!
তেড়ি-বেড়ি ক'রে দাদা যত দিন গাল তো!
তার চেয়ে স্থির ক'রে পা-দু'টো ও মনটা
দাঁড়িয়ে থাকুন দাদা, পাকা দেড় ঘন্টা!
কানের দু' পাশে চুল দু' একটা পাকলে
পেতেও পারেন বাস, লাক ভাল থাকলে!
ওকি! ওকি! করেন কী! অটো ধরবেন না!
জেনে-বুঝে কখ্‌খোনো ভুল করবেন না!
কেন দাদা! অটো-চড়া! কিল-চড় খেতে কি ?
ভাড়া দিয়ে সাধ ক'রে কড়কানি পেতে কি ?
সময় বাঁচাতে তবু অটো চড়ে নেই কাজ
রাজ্যে চলছে আজ বে-আদব অটোরাজ!
তার চেয়ে দেরি হোক, ঢের ভাল বাস তো
পকেট সামলে ভিড়ে ক'রে-হাঁসফাঁস তো।।

স্মরণে

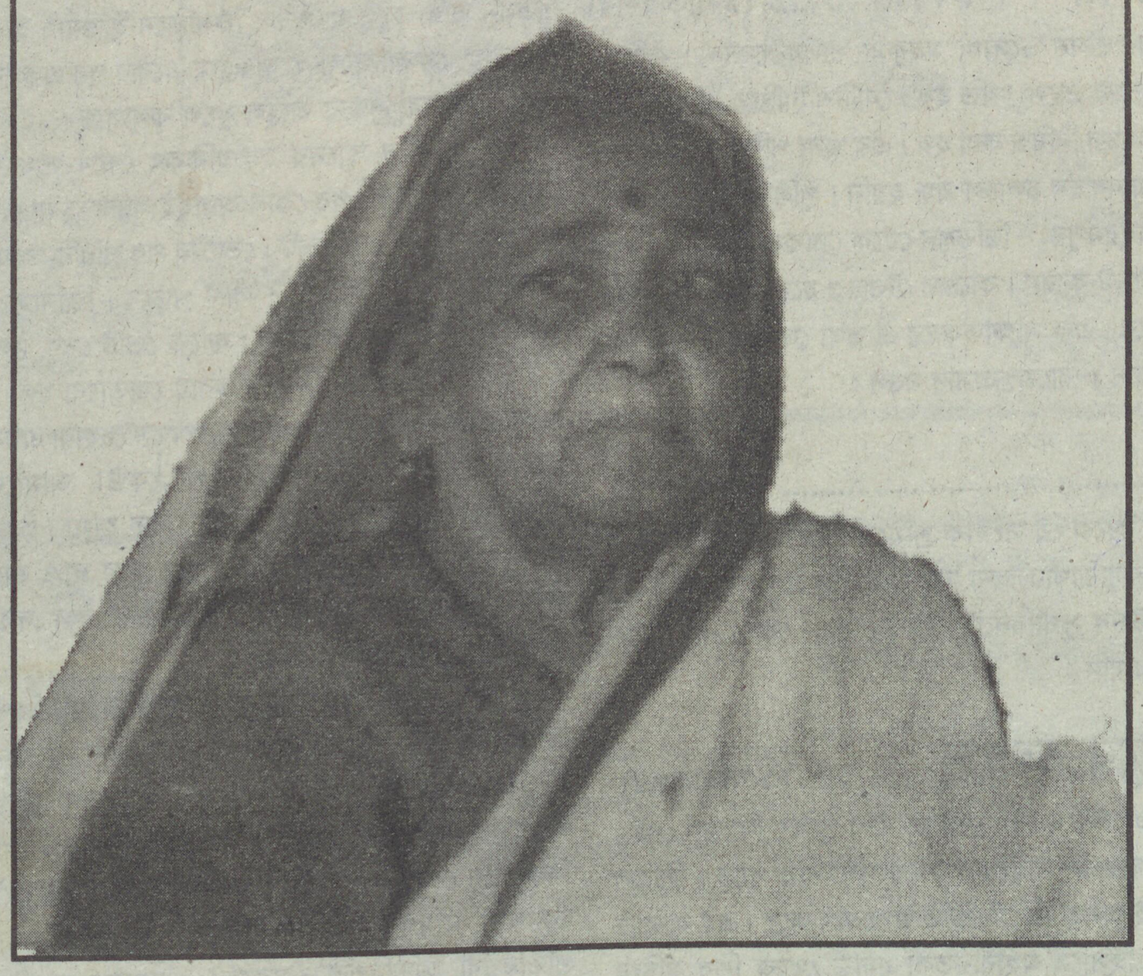

বীণাপাণি রায়

জন্ম : ৩০শে মাঘ ১৩২৯ ✪ মৃত্যু : ২৩শে ফাল্গুন ১৪২০

"তোমার স্মৃতি কভু হবে না বিলীন,
মোদের অন্তরে তুমি রবে চিরদিন ।।"

শোকসন্তপ্ত পুত্রগণ :

সমীর রায়, মিহির রায়, জহর রায়, তুষার রায়, শেখর রায়,
উত্তম রায়, গৌতম রায়

শ্রাদ্ধবাসর ও আপ্যায়ন স্থান :

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
৬ই চৈত্র ১৪২০ (ইং-২১-৩-১৪) শুক্রবার মধ্যাহ্নে

গোডাউনে নামযজ্ঞ স্থান নিয়ে অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে ফুড করপোরেশনের গোডাউন লাগোয়া বটবৃক্ষতলায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান চলে আসছে। সেখানে নিয়মিত পূজার্চনাও হয়। ঐ জায়গায় সরকারী আবাসন নির্মাণের কারণ জানিয়ে হঠাৎ ধর্মীয় স্থানটি উচ্ছেদের পরিকল্পনা নেয় প্রশাসন। স্থানটিকে রক্ষার তাগিদে গত সপ্তাহে এলাকার মানুষ সেখানে এক সভাও করেন। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান চলে সেখানে। আশপাশ এলাকার বহু মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে জমায়েত হন।

ভাগীরথী ব্রীজের দখলকারী ..... (১ পাতার পর)

উচ্ছেদের ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ মহকুমা শাসক নেননি। জঙ্গিপুর পারে অগ্নি সংযোগে ব্রীজের ভালো ক্ষতি হয়। নোটিশ টাঙিয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে ভারি যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। এর জন্য পুলিশও মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়নি। পুলিশও তৎপর নয়। ব্রীজের ক্ষতি মেটাতে বহরমপুর ডিভিশন থেকে লোকজন এসে ১১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী এস্টিমেট করেন। কাজের টেণ্ডারও হয়ে গেছে। যে কোন সময় কাজ শুরু করা হবে। এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য দেন জঙ্গিপুরের সাব এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (রোডস্)–রাজেন্দ্রপ্রসাদ মণ্ডল।

বিদ্যুৎ ..... (১ পাতার পর)

যায় যে,তার টাঙানোর কাজে যে সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন তার অর্ধেক শ্রমিক দিয়ে ঐ কাজ চালু রাখার জন্য নাকি দীর্ঘ সময় ধরে এই বিদ্যুৎ বিপর্যয়। এ প্রসঙ্গে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাঁকে অফিসে পাওয়া যায়নি।

জঙ্গিপুর শহরে চলছে ..... (১ পাতার পর)

এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরী করে। রাস্তায় কোন পুলিশ নিয়ন্ত্রণ নেই। রাস্তার জটলায় প্রায় ছাত্রছাত্রী সাইকেল নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। সিভিল পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে এই অসহনীয় পরিস্থিতি উপভোগ করে। এই যানজট মেটাতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মহাবীরতলা মোড় থেকে শিব মন্দির ঘেঁষে যে রাস্তাটি গঙ্গার ধার বরাবর গাড়ী ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে সেটির সংস্থার প্রয়োজন। ঐ সব রাস্তাটিতে মাঝে মাঝে গর্ত তৈরী হয়েছে।

কর্মখালি

ফ্ল্যাটবাড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অষ্টম শ্রেণী। বয়স : ৩০-৫০ বছরের মধ্যে। বেতন- মাসিক ৪,৫০০ টাকা আগ্রহী ব্যক্তিরা আগামী ২৮/৩/২০১৪ বেলা ১২.৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। মীরাভবন (ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়ি) হরিদাস নগর, রঘুনাথগঞ্জ (স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে), মুর্শিদাবাদ।
বিস্তারিত জানতে ফোন করুন – ৮৯২৭৯১৮৯১২/৯৪৭৪৯২৫৪২০ (রাত্রি ৮ টা থেকে ৯ টার মধ্যে)

পাত্রী চাই

মুখার্জী ব্রাহ্মণ, বয়স ২৯, উচ্চতা ৫´ ৬˝, সরকারী চাকুরীরত পাত্র। ব্রাহ্মণ পরিবারের পাত্রী (চাকুরীরতা হলেও চলবে) চাই।
রঘুনাথগঞ্জ- ৯৭৩৪৫৩৩৯৩৫

সাধারণ নির্বাচন ..... (২ পাতার পর)

ব্যবসায়ীদের দেয়া চাঁদা দ্বিগুণ হয়ে ঘরে ফিরলে নিভবে, নাকি সাধারণ মানুষেরই ছ্যাঁকা খেতে খেতে গা-সওয়া হয়ে যাবে –ঈশ্বরের পিতা জানেন।

গাঁঘরের গরিবগুর্বোরা অনেক দেখছে। গলার রগ ফাটিয়ে বিস্তর চিল্লিয়েছে মিছিলে-'ইয়ে সরকার বদল ডালো।' অনেক বদল দেখল তারা। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ভোটে দাঁড়াল যখন লিকলিকে শরীর, গাল তোবড়ানো, চোখ বসা-জেনুইন ক্যাডার যাকে বলে। ভোটের পর দুটো বছর যেতে না যেতেই ঘাড়ে গর্দানে এক, তেল চুকচুকে শরীর, পোষাকে কড়া মাঞ্জা। বাড়ির টালি সরিয়ে ছাদ ঢালাই হচ্ছে, সাইকেল হটিয়ে ইয়ামাহা, তেমন ভাগ্য হলে মারুতির ফিনফিনে হাওয়া। হাওলা, বোফর্স, ট্রেজারি, ওয়াকফ, বেঙ্গল ল্যাম্ফ-স্পেকট্রাম একের পর এক কেলোর কীর্তির কৌশলে ডান-বাম সব নেতার আঙুল ফুলে কলাগাছ।

জননে তাদের হালহকিকৎ দেখে সাধারণ মানুষ এতই ক্লান্ত, সাধারণ ভোটের ওপর কোন আগ্রহই গজাচ্ছে না তাদের। যা হচ্ছে তা শুধু আতঙ্ক। আবার এল ভোট। ভোটের পর শরিকি সংঘর্ষ শুরু হবে, হেরোদের পাড়াছাড়া করার লড়াই – লাশ পড়বে। জিনিসের দাম আরো বাড়বে। ভোট দিতেই ইচ্ছে করে না। কাকে ভোট দেব, ঠগ বাছতে গাঁ উজার!

যাকে ভোট দিয়ে গতবার জেতানো হল, লম্বা পাঁচ পাঁচটা বছর পর আবার তার চেহারা দেখা গেল। সে চেহারা এমন বদলে গেছে, বিশ্বাস হয় না – যেন সায়েব সুবো এলেন কেউ! আমাদের সেই হোর‍্যা এখন পুরো দস্তুর হরিবাবু। হাত জোর, স্মিত হাস্য। আবার পাঁচ বছরের জন্য ভোট চাইতে এসেছেন। এবার পার করে দাও ভায়েরা, যা চাইবে তাই দেব। চাকরি দেব, রাস্তা দেব, বিদ্যুৎ দেব, কল দেবতা হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, কালী গায়ের দুধ দেব।

সাধারণ লোক জানে, ভোট ফুরোলেই জিপ হাঁকিয়ে চোখে ধুলো ছিটিয়ে পাঁচটা বছরের জন্য সব পগার পার। কারুর টিকিটি দেখা যাবে না। তবু ভোট দিতে হয়, উপায় কী! ভাল মানুষ খুঁজে ছাপ দেয়া তো নয়, খারাপের মধ্যে কম খারাপ বাছার চেষ্টা। কার ধাপ্পাটা কম, তার সন্ধান। বিকল্প যে নেই কিছু। বিপ্লব শতবর্ষ দূর। সবাই খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়েছে। ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী, ধান্দাপন্থী, আধা কম্যুনিষ্ট, সিকি কম্যুনিষ্ট, প্রতিবিপ্লবী, অতিবিপ্লবী – সকলেই খোঁয়াড়ে গলাগলি করে কেত্তন করছেন। সকলেরই গায়ে বিশুদ্ধ নামাবলী, গায়ের দগদগে ঘা ঢাকা পড়ে গেছে।

তাই কাদির সেখ আর রঘু মণ্ডল যার সঙ্গেই ভোট নিয়ে কথা বলতে যাই না কেন সবারই একই জবাব, 'ইসব বাবুদের ব্যাপার-স্যাপার, মুদের কী ? মুদের মত কাবুদের কষ্ট বেড়িই যাবে। ভোট দিতি হয় দিব, ব্যস!'

পি.এফ.এর টাকা পেতে ..... (১ পাতার পর)

আদায়ের জন্য স্থানীয় অফিসে আবেদন জানান। (Claim No W.B/ 35305/ 32/ F20, Date 23.11.11) ; পি.এফ অফিস থেকে নুরবানুর তিন কন্যা–হাসনারা বিবি, পারুল বিবি, জাহান্নারা খাতুন ও পুত্র জিয়াবুল সেখকে জানানো হয়–তাঁদের মায়ের পাওনা পি.এফের টাকা জরুর সাব–পোষ্ট অফিসে নুরবানুর পাসবুকে জমা পড়ে গেছে। ওখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ঐ পোষ্ট অফিসে বার বার ঘুরেও টাকা সংগ্রহ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এই মর্মে জঙ্গিপুরের এস.ডি.ওর কাছেও আবেদন জানিয়েছেন ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ বলে খবর।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।